দৃশ্য দেখাতে হবে শিল্পোচিত ভাবেই আমাদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

(২) রুচিকটু বা যৌন উত্তেজনাময় নৃত্য—দেহের অশ্লীল গতি দেখানো চলবে না।

(৩) শরীরের কোনো অংশের অশ্লীল বা অবাঞ্ছিত প্রদর্শন নাচের দৃশ্যে দেখানো চলবে না।

হাস্যকৌতুকের দৃশ্য

যদিও হাল্‌কা হাস্যরস ছবিতে থাকাটা বাঞ্ছনীয় তবু এর কুৎসিত এবং অশ্লীল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অবিশ্বাস্য এবং অস্বাভাবিক বিস্ময়কর ক্রীড়াকাণ্ড ছবিতে থাকা উচিত নয়।

অলৌকিক ঘটনা

ধর্ম্মমূলক এবং পৌরাণিক ছবিতে অনুমোদিত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের দৃশ্যাবলীর ব্যবহার অতীন্দ্রিয় শক্তির ব্যবহারের মতই সতর্কভাবেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

শিশুদের জন্য সিনেমা ক্লাব

বৃটেনে গত পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুদের জন্য তিন হাজার সিনেমা ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই এই সিনেমা ক্লাব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৪৩ সালে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী মিঃ জে আর্থার র‍্যাঙ্কের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষামূলক আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রচলিত এবং বদ্ধমূল ধারণা এই যে সিনেমা অপরিণত শিশুমনের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। মিঃ র‍্যাঙ্ক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমানে বৃটেনের সর্বত্র প্রায় ৪০০ ওডিয়ন ও গমণ্ট-বৃটিশ ক্লাব আছে। এ ছাড়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ আরও অনেকগুলি ক্লাব স্থাপন করেছেন।

প্রতি শনিবার সকাল দশটার সময় প্রায় ৪০০০০০ ছেলেমেয়ে র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছবিঘরে ছবি দেখে। প্রবেশ মূল্য মাত্র ছ'পেনী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা। ক্লাবগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়; নিছক আনন্দ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই ছবি নির্মাণ, নির্বাচন এবং অনুষ্ঠান-সূচী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এর পশ্চাতে কোন ব্যবসায়ীর স্বার্থ জড়িত নেই। প্রতি শনিবারে সাধারণতঃ একটি কার্টুন, একটি প্রামাণ্য ফিল্ম, একটি সিরিয়াল ছবির অংশ ও একটি ফীচার ফিল্ম দেখানো হয়ে থাকে।

ছবি নির্বাচন ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ক্লাবের সভ্যদের বয়স ৭ থেকে ১৫ বছর। বৃটিশ ফিল্ম ইনষ্টিট্যুট্ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনের উপযুক্ত ছবির যে মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তদনুযায়ী নির্মিত ছবিগুলি দেখানো হয়ে থাকে।

শিশুদের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযোগী ছবির অভাব দেখে র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য চিত্র নির্মাণের কাজে ব্রতী হয়েছেন। ১৯৪৪ সালে মিঃ র‍্যাঙ্কের প্রচেষ্টার ফলে গমণ্ট-বৃটিশ ইনষ্ট্রাক্‌শান লিঃ 'চিলড্রেন্‌স এন্‌টারটেনমেণ্ট ফিল্মস' নাম দিয়ে একটি পৃথক বিভাগ খোলেন। এই বিভাগের কাজ হল শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল শিশুদের জন্যই বিশেষ ভাবে প্রস্তুত চিত্র শিশুদের দেখানো। বর্তমানে এই সমস্ত সিনেমা ক্লাবের শনিবারের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে সেইরূপ ছবি অন্ততঃ একটি থাকে।

শিশুদের যদি দু' তিন ঘণ্টা ধরে নিছক আনন্দ দান করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে বিভিন্ন ক্লাব স্থাপনের প্রয়োজন হত না। মিঃ র‍্যাঙ্কের উদ্দেশ্য আরো গভীর। এই ক্লাবের মাধ্যমে শিশুরা সৃজনমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তাদের অবসর কাটানোর উপায় শিক্ষা লাভ করে। ক্লাবের প্রত্যেক সভ্যকে ক্লাবের নিয়ম মেনে চলতে এবং অন্যান্য সভ্যদের ভালবাসতে

(শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়)

বন্দনার হাতে যখন গেলেন বিপ্রদাস—সেই দৃশ্যে অন্যদিকে ডাকলেন শিশিরকুমার, কিন্তু পেছন ফিরে যে ভঙ্গীতে এঁটো তুলে নেবার ইঙ্গিত করলেন তিনি অন্যদিকে, তা শুধু আলমগীরের পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বনাথের সংযত সংহত বিপ্রদাস আমাদের চোখের সামনে ভাসছে, তাই তাঁর অবহেলা-অভিনীত বিপ্রদাস আমাদের খুসী করতে পারে নি। বর্ত্তমান নাটকে আমাদের সবচেয়ে বেশী খুসী করেছে সৌরেন ঘোষের রায়সাহেব। কি রূপসজ্জা, কি বাচনভঙ্গী, কি চাহনি, পদক্ষেপ, হাসির ভঙ্গী সব দিক দিয়ে তাঁকে প্রশংসা করা চলে। অন্যদির অভিনয়ে আশাদেবীও স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু নাট্য-ক্রিয়ায়, অভিব্যক্তিতে তেমন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন নি, বিপিনের সঙ্গে, দ্বিজুর সঙ্গে, সতীর সঙ্গে। এটা নাটকেরও ত্রুটি, তাঁরও ত্রুটি। শশধরের ভূমিকায় শ্রীপুরু মল্লিক চমৎকার অভিনয় করেন নি সত্য কিন্তু তাঁর অভিনয় আমাদের ভুলিয়ে দেয় একদিন রঞ্জিৎ রায় এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দয়াময়ী, সতী ও মিসেস্ ঘোষালের ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী, রাজলক্ষ্মী ও রেবা তাঁদের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অশোকের ভূমিকাভিনেতা চলনসই, দত্তমশাইকে আরও একটু চেঁচিয়ে কথা বলা অভ্যাস করতে হবে। আমাদের বিশেষ বক্তব্য আছে "সুধীর" এর ভূমিকাভিনেতাকে নিয়ে। এই ভদ্রলোককে শিশিরকুমার যদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে ইনি তাঁর শিক্ষার কলঙ্ক। কথা বলতে গেলেই ঘাড় কাৎ করার মত প্রচণ্ড মুদ্রাদোষ যাঁর রয়েছে তাঁর অভিনেতৃজীবন সত্যই বিড়ম্বনাময় আর মঞ্চের উপর দাঁড়াবার কায়দা, প্রবেশ ও প্রস্থানের ভঙ্গীটুকু যিনি আয়ত্ত করতে পারেন না অভিনেতৃজীবনে সাফল্যের আশা তাঁর দুরাশা।

সুবোধ কুমার ঘোষ

আজবপুরী

(১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তীব্র আলোর মাঝে নায়িকা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বড় অসহায় মনে হচ্ছিল ওঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক মশায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'দু' চার দিন মেলামেশা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। মুখ দিয়ে অনর্গল ঘাম ঝরছে। অফিসে পৌছতেই সম্পাদক মশায় আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, 'একি, মুখের এই অবস্থা কেন?'

—'মুখোস। এতক্ষণ একটা মুখোস পরেছিলাম!' কথাটা বলেই হনহন করে ছুটলাম বাড়ীর দিকে।

শিশুদের জন্য সিনেমা ক্লাব

(৩৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ও বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি শনিবার সকালে ছবি প্রদর্শন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সভ্যদের নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হয়ঃ

"আমি সত্য কথা বলব, অপরকে সাহায্য করব এবং পিতামাতাকে মান্য করব। আমি বয়স্থ ব্যক্তিদের সম্মান দেখাব, জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ করব এবং সৎপথে চলব। আমি শপথ করছি যে দেশের উন্নতির জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

প্রত্যেক ক্লাবের একটি করে কার্যনির্বাহক সমিতি আছে। ওডিয়ন ক্লাবের সমিতিগুলির সভ্যরা হচ্ছে সিনেমাদর্শক ছেলেমেয়েরা এবং সভাপতি হচ্ছেন ছবিঘরের ম্যানেজার। ছবিঘরের কর্মকর্তা এবং শিশু দর্শকরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে শিশুদের মধ্যে দর্শক হিসাবে দায়িত্ববোধ জন্মায়। এই সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠান-সূচী প্রস্তুত, ক্লাব পরিচালনা এবং ক্লাবের অধীনে অন্যান্য যে সমস্ত কাজকর্ম ও খেলাধূলা পরিচালিত হয় সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।